# পুজো নয় এতো

অথচ তখন প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে
ঠিক সেইক্ষণে আকাশে বন্যা নামল
কুমোরটুলির মুখভার করা আকাশে
পলিথিন ব্যাগে মাথা মুড়ে নিল দুর্গা
জননী এখনো গর্জন তেল মাখেনি।

শব্দ শব্দ! চারিদিক শুধু তোলপাড়
হঠাৎ ঝড়ের উদ্দাম গু গর্জন
শোনা গেল। ওই দূর দিগন্তে বিদ্যুৎ
ঝলকায়। ভয়ে আকাশ ভাঙল—
চৌচির।
শব্দে, ধুলোয় দিকদিগন্তে তাণ্ডব
তুমি একে বলো দিগঙ্গনার নৃত্য!

ফাঁকা ময়দানে ছেঁড়া কাগজের টুকরো
হাওয়ার সওয়ার, পাখি ভেবে দ্রুত
উড়ল
গড়িয়াহাটের চকিতনয়না তন্বী
শাড়ির আঁচলে লজ্জা ঢাকতে ব্যস্ত।

বড়বাজারের ফুটপাতে বসা মহিলা
জায়া ও জননী, তার চোখে খুব শঙ্কা
বৃষ্টিবাদলে চুলোর আগুন নিভেছে
ভবানীপুরের বড়বাবু বলে শুনছ —
আজ রাতে বেশ খিচুড়ি ইলিশ জমবে

দোহাই তোমার নেমো না নেমো না
বৃষ্টি
কলকাতা আর বানভাসি হতে চায় না
মহিলারা যাবে বাজারে, শাড়ির দোক
ানে
ধুয়ে-মুছে যাবে মধুবনী পুজো মণ্ডপ।
দিতে পারো নাকি কটা দিন কিছু স্বস্তি
বাকি বারোমাস কষ্ট করেই কাটাব
পুজো নয় এতো জীবনযাপন উৎসব।

অশোক চক্রবর্তী